৮ম বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা

মাতৃভাষা-বার্তা

জানুয়ারি-মার্চ; এপ্রিল-জুন ২০২১
পৌষ-আষাঢ় ১৪২৭-১৪২৮

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে এ অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কো-র বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও ঢাকা অফিস প্রধান মিজ বিয়াট্রিস কালডুন (ভার্চুয়ালি) এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী।

এ অনুষ্ঠানে চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো, সাদরি ও বাংলা ভাষার শিশুরা তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও নিজ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন : "আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্বে এই ভাষা আন্দোলনের শুরু আর ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে আমরা পেয়েছি – স্বাধীনতা। ভাষা আন্দোলন থেকেই তিনি বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে আমরা বিজয় অর্জন করি, স্বাধীন রাষ্ট্র পাই, স্বাধীন জাতি হিসাবে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১-এর চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক প্রদানের অনুমতি দেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১ গ্রহণ করছেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম

স্বীকৃতি পাই"। তিনি তাঁর বক্তব্যে ৩০ লক্ষ শহিদ, শহিদ জাতীয় চার নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত মা-বোনদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তিনি বলেন : "মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার – এই অধিকার আদায় করতে গিয়ে যে সংগ্রামের শুরু, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রফিক, সালাম, বরকত, শফিউল্লাহসহ আমাদের অনেক শহিদ জীবন দিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি যে, তাঁরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আদায় করে দিয়ে গেছেন, মা-কে মা বলে ডাকার অধিকার আমরা অর্জন করেছি। কাজেই আজকের দিনে আমি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই"।

প্রথম বারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক ২০২১ (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) প্রদান প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন : "আমার দুঃখ এখানেই থেকে গেল যে, আমি নিজে উপস্থিত থাকতে পারলাম না। বিশেষ করে যখন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রফিকুল ইসলাম সাহেবের হাতে পদক তুলে দেওয়া, এটা যে আমার জন্য কত সম্মানের এবং গৌরবের – কিন্তু আমার দুঃখ এখানেই যে, আমি নিজের হাতে দিতে পারলাম না। স্যার, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন"।

এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মধুরা বিকাশ ত্রিপুরাসহ পদকপ্রাপ্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন : "আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উজবেকিস্তান এবং বলিভিয়ার যাঁরা পদক পেয়েছেন, তাঁদেরকেও আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। যাঁরা এ পুরস্কার পেলেন, আমি মনে করি যে, এটাও একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন হলো যে, আমরা আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা গুণীজনের সম্মান এবং ভাষার প্রতি আমরা সম্মান দেখাতে পারলাম। যাহোক, আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ইউনেস্কো-কে আবারো আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ক্যাটেগরি-২এ উন্নীত করেছে সেজন্য"।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' প্রদান

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এ বছর প্রথমবারের মতো 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' প্রদান করা হয়। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক নীতিমালা ২০১৯' অনুসারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ, মাতৃভাষায় রচিত ও প্রকাশিত মানসম্পন্ন গ্রন্থ, মাতৃভাষার গবেষণা, মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বহির্বিশ্বে মাতৃভাষা ও বিদেশি ভাষার প্রচার ও প্রসার, মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গ্রন্থ বিদেশি ভাষায় অনুবাদ, বিদেশি ভাষায় রচিত সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত গ্রন্থসমূহের বাংলা ভাষায় অনুবাদ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে দুটি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুটিসহ মোট চারটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক প্রবর্তন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক ২০২১-এর প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাসানুল ইসলাম এনডিসি এবং সদস্য-সচিব ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) মোহাম্মদ আবু সাঈদ।

এ বছর 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১'-এর জন্য মনোনীত হয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং মধুরা বিকাশ ত্রিপুরা। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১'-এর জন্য মনোনীত হয়েছেন উজবেকিস্তান-এর নাগরিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ Mr. Ismailov Gulom Mirzaevich এবং Bolivia-র প্রতিষ্ঠান Activismo Lenguas (Language Activism).

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১-এর জন্য মনোনীত উজবেকিস্তানের নাগরিক ও ভাষাবিজ্ঞানী Mr. Ismailov Gulom Mirzaevich-এর পদক গ্রহণ করছেন পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদকপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার জন্য যাঁরা প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন তাঁদের অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। এ দিবসের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তিনি ইউনেস্কো-কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন : 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততার কথা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তও করা হয়। কিন্তু সত্যকে কেউ মুছে ফেলতে পারেনি।' অতঃপর তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অগ্রনায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের সকল আন্দোলন-সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন : 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাতৃভাষার সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে অবদানের জন্য এখন থেকে প্রতি দু-বছর অন্তর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক প্রদান করা হবে। এ উদ্যোগ মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশে অনুপ্রেরণা যোগাবে।'

আন্তর্জাতিক সেমিনার

চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার দ্বিতীয় দিন ২২ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল : *Bangabandhu and Mother Language-based Multilingual Education.* এ সেমিনার দুটি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। প্রথম অধিবেশনের বিষয় *Mother Language-based Multilingual Education: Indian Perspective.* এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম. পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং ইউনেস্কো-র বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও ঢাকা অফিস প্রধান মিজ বিয়াট্রিস কালডুন। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন।

অধিবেশনের প্রারম্ভে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকার। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ভারতীয় ভাষাগবেষক ও ওড়িশা ফোকলোর ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি ড. মহেন্দ্র কুমার মিশ্র। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও আর্কাইভ) মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. পবিত্র সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় অভিজ্ঞতা এবং উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত মাতৃভাষা-আশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হবে।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের ১ম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.

দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল *Mother Language-based Multilingual Education: Bangladesh Perspective.* এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.। বিশেষ অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান।

অধিবেশনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাশরুর ইমতিয়াজ। সঞ্চালক ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (সেমিনার,

পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) মোহাম্মদ আবু সাঈদ। দিনব্যাপী আয়োজিত এ সেমিনারে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী বলেন, মাতৃভাষা-আশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে আমাদের সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্ববিদদের অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের ২য় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.

জাতীয় সেমিনার

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চার দিনব্যাপী আয়োজনের তৃতীয় দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল : *বঙ্গবন্ধু ও মাতৃভাষা-আশ্রয়ী বহুভাষিক শিক্ষাব্যবস্থা*। দুটি অধিবেশনে বিভক্ত এ সেমিনারের প্রথম অধিবেশনের বিষয় ছিল : *বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনা এবং শিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহার*। প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এম.পি.। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। আলোচনায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস-এর অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও আর্কাইভ) মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির।

জাতীয় সেমিনারের ১ম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এম.পি.

দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল *মাতৃভাষা আশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থা : বর্তমান বাস্তবতা*। এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এম.পি. এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম। সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ভাষাবিজ্ঞানী আ ফ ম দানীউল হক। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (প্রচার, তথ্য ও যোগাযোগ) শ্রিদ্ধা বাউল। দিনব্যাপী সেমিনার শেষে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন।

জাতীয় সেমিনারের ২য় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এম.পি.

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

একুশের অনুষ্ঠানমালায় ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বুধবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ আয়োজনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ক, খ, গ ও ঘ – এ চারটি বিভাগে (group) শিশুদের বিভক্ত করে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দূতাবাসের শিশুরা অংশগ্রহণ করে। শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল : শত শিশুর তুলিতে বঙ্গবন্ধু। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১২ জন শিশুর উপস্থিতিতে সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা। সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রচার, তথ্য ও যোগাযোগ) মোঃ মিজানুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা উপকমিটির আহ্বায়ক ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুদের একাংশ

প্রধান অতিথি ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় মহান ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য ভূমিকা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থাপন করেন এবং বর্তমানের শিশুদেরকে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনালেখ্য অনুসরণে অনুপ্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী মাতৃভাষাচর্চা এবং আমাদের জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদান নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপনের গুরুত্ব আরোপ করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ভাষণ প্রদানের দিনটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমাই কর্তৃক ৭ই মার্চের সকাল ১১টায় আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। অতঃপর চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৭ই মার্চ ২০২১ : আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

৭ই মার্চ ২০২১ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ পাঁচটি নৃগোষ্ঠীর – চাকমা, মারমা, গারো, সাদরি ও ককবরক ভাষায় অনূদিত পাঁচটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

আলোচনা সভায় ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন। এ সভায় বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) ও যুগ্মসচিব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন, উপপরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মাহবুবা আক্তার, উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) মোহাম্মদ আবু সাঈদ, উপপরিচালক (প্রকাশনা ও গবেষণা পরিকল্পনা) ড. মোঃ ইলতেমাস এবং কম্পিউটার অপারেটর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সহকারী পরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও আর্কাইভ) মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির।

এ অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ পাঁচটি নৃগোষ্ঠীর – চাকমা, মারমা, গারো, সাদরি ও ককবরক ভাষায় অনুবাদ ও এসব ভাষার লিখন-বিধিতে প্রকাশিত পাঁচটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। আলোচনা সভা শেষে জাতির পিতার আত্মার মাগফেরাত কামনা ও বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে সকল শহিদের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

১৭ মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ সকাল ১০টায় আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী

মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি. এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। অতঃপর চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধু স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ মার্চ ২০২১ : আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি. এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

এ সভায় বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) ও যুগ্মসচিব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন, উপপরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মাহবুবা আক্তার, উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) মোহাম্মদ আবু সাঈদ, সহকারী পরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) শেখ শামীম ইসলাম ও কম্পিউটার অপারেটর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন।

মহাপরিচালক বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণীয়। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম অবহিত হয়ে তাঁর আদর্শ ও মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠার কোনো বিকল্প নেই। তাঁর আদর্শ ও সংগ্রাম দেশ-কাল নির্বিশেষে সংগ্রামী মানুষের প্রেরণা। আলোচনা সভা শেষে জাতির পিতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

প্রশিক্ষণ

ক. বাংলা ভাষার ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ হতে ২৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ পর্যন্ত 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের গুণগত মানোন্নয়নে মাতৃভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ৩০ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। ভাষাবিজ্ঞানী, ভাষাবিশেষজ্ঞ, মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইটি বিশেষজ্ঞ ও আমাই-এর ফ্যাকাল্টিসহ প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল বাংলাভাষার ধ্বনি ও বর্ণমালা শিক্ষা, বাংলাভাষার আন্তর্জাতিকীকরণ, বিরামচিহ্নের ব্যবহার, শব্দ ও শব্দগঠন, বাক্য ও বাক্যগঠন, বাংলা বানান, প্রমিত বাংলা উচ্চারণ (তাত্ত্বিক), বাংলা ভাষার পাঠদানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, লাইব্রেরি আর্কাইভ ও ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন, জাতীয় শিক্ষানীতি : মাধ্যমিক পর্যায়, প্রমিত বাংলা উচ্চারণ, বাংলাভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ ইত্যাদি।

'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের গুণগত মানোন্নয়নে মাতৃভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের একাংশ

খ. অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

➢ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৪ মে ২০২১ এবং ২৭ মে ২০২১ 'চাকুরির বিধি-বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মোট ৩৫ জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। ইনস্টিটিউটের ফ্যাকাল্টিসহ প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল অফিসের রীতিনীতি ও কর্মচারীদের আচার-ব্যবহার, ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন-কর্মপরিকল্পনা, বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতি, নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, আউটসোর্সিং নীতিমালা, লাইব্রেরি-আর্কাইভ-ভাষা জাদুঘর সংক্রান্ত দায়িত্ব, নিরাপত্তা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পত্রাদির প্রকারভেদ, অফিসের পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা, সরকারি গোপন আইন ১৯২৩, নথির প্রকারভেদ ও নথি ব্যবস্থাপনা, আমাই প্রবিধানমালা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচারের অনুশীলন, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ইত্যাদি।

➢ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৫ মে ২০২১ তারিখ 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

➢ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ০৮ জুন ২০২১ তারিখ 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের নির্দেশাবলী, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিভিন্ন সেকশন প্রস্তুত প্রক্রিয়া, সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ও সংযোজনী ১-৯ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, APMS সফটওয়্যার সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি।

➢ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১৬ জুন ২০২১ ও ১৭ জুন ২০২১ তারিখ কর্মসম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। ইনস্টিটিউটের ফ্যাকাল্টিসহ প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল ইনোভেশন বিষয়ক ধারণা, বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা : মহামারী/আপদকাল মোকাবেলার সাথে সংশ্লিষ্টতা, ই-গভর্নেন্স, সুশাসন, ইনোভেশন টিমের কার্যাবলী, উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম ও পরিবীক্ষণ, উদ্ভাবনী উদ্যোগ : আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ : স্বীকৃতি ও প্রণোদনা, উদ্ভাবনী উদ্যোগ : শোকেসিং/প্রদর্শনী, ৪র্থ শিল্পবিপ্লব ও এর চ্যালেঞ্জসমূহ, ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন, সাইবার সিকিউরিটি, ডিজিটাল রোডম্যাপ, ডিজিটাল আর্কিটেকচার, অনলাইন মিটিং ও ট্রেনিং-এর কারিগরি সহায়তা প্রদানের বিভিন্ন দিক ইত্যাদি।

➢ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২১ জুন ২০২১ ও ২২ জুন ২০২১ তারিখ 'দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলাভাষার ব্যবহার' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৪৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণমালা শিক্ষা, প্রমিত বাংলাভাষা, শব্দ ও শব্দগঠন, বাক্য ও বাক্যগঠন, বিরাম চিহ্নের ব্যবহার, প্রমিত বাংলা উচ্চারণ (অনুশীলনসহ), বাংলাভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ, বাংলাভাষার মাধ্যমে আধুনিক ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ, বাক্য ও বাক্যগঠন, বাংলা বানান ইত্যাদি।

➢ আমাই-এর কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৩ ও ২৪ জুন ২০২১ তারিখে 'সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল সেবা সহজীকরণ ধারণা, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সাল, রূপকল্প ২০৪১, ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণের ধারণা এবং সরকারি দাপ্তরিক কাজে এর প্রয়োগ, সেবা সহজীকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা, ডিজিটাল সেবা তৈরি বাস্তবায়ন, সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS), সেবা সহজীকরণে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, অনলাইন সভা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজনের কারিগরি বিষয়সমূহ, পেনশন সহজীকরণ নীতিমালা, পেনশন প্রক্রিয়া দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ, তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তথ্য অধিকার আইন ইত্যাদি।

➢ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ৩০ জুন ২০২১ তারিখ 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২৫ জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। ইনস্টিটিউটের ফ্যাকাল্টিসহ প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল আচার-আচরণ দাপ্তরিক কাজে কর্মে শুদ্ধাচার চর্চা, সেবা সহজীকরণ, সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার আইন, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার

(ক) আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার : ২৯ জানুয়ারি ২০২১

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ২৯ জানুয়ারি ২০২১ *The Present Situation of the Ethnic Languages in Nepal* শীর্ষক আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার (অনলাইন সেমিনার) আয়োজন করে। এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. দুবি নন্দ ধাকাল, প্রফেসর, সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট অব লিঙ্গুয়িস্টিকস ও অ্যাসিসট্যান্ট ডিন, ফ্যাকাল্টি অফ হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স, ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটি, কাঠমান্ডু, নেপাল এবং অ্যাডভাইজার, ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশন, নেপাল। সেমিনারে আলোচক ছিলেন নেপালের ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. লাভা দেও আওয়াছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাশরুর ইমতিয়াজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা। সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবর্গ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকগণ ও ঢাকার কয়েকটি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

প্রবন্ধ উপস্থাপক নেপালের নৃ-ভাষার সংখ্যা ১৫০-এর অধিক মর্মে উল্লেখ করে বলেন, এগুলির মধ্যে একভাষিক জনগোষ্ঠী ৫৯% এবং বাকি ৪৯% অন্তত ২টি ভাষায় কথা বলে। প্রসঙ্গত, তিনি নেপালের ল্যাঙ্গুয়েজ ডকুমেন্টেশন পরিস্থিতি, রাইটিং সিস্টেম, ল্যাঙ্গুয়েজ প্ল্যানিং, স্ট্যাটাস প্ল্যানিং ইত্যাদি উল্লেখ করেন। সেমিনারের আলোচকবৃন্দ মূল প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখছেন আমাই মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী

মূল প্রবন্ধের শুরুতে নেপালের নৃ-ভাষা পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়। অতঃপর ভাষা-পরিকল্পনার আঙ্গিকে নৃ-ভাষাসমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্ট্যাটাস প্ল্যানিং, করপাস প্ল্যানিং ও অ্যাকুইজিশন প্ল্যানিংয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে নেপালের নৃ-ভাষা পরিস্থিতিও আলোচিত হয়েছে।

সেমিনারের আলোচক ড. লাভা দেও আওয়াছি নেপালের নৃ-ভাষা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাশরুর ইমতিয়াজ বাংলাদেশের নৃ-ভাষা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন।

(খ) জাতীয় সেমিনার : ২৮ জুন ২০২১

মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৮ জুন ২০২১ তারিখ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ০১টা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হোসনে আরা। উপস্থাপিত প্রবন্ধ আলোচনা করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক বশির আহমেদ। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত হন জাতীয় অধ্যাপক ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন সহকারী পরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও আর্কাইভ) মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির।

'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হোসনে আরা

(গ) জাতীয় সেমিনার : ২৯ জুন ২০২১

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত *অবয়ব ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা উপভাষাচর্চা* শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। এ প্রবন্ধের আলোচক ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ইংরেজি ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মনজুরুল আলম। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁঞা। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) মোহাম্মদ আবু সাঈদ। সঞ্চালক ছিলেন ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও আর্কাইভ) মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির। র‍্যাপোর্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করেন ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) শেখ শামীম ইসলাম ও সহকারী পরিচালক (প্রচার, তথ্য ও যোগাযোগ) স্নিগ্ধা বাউল।

স্বাগত বক্তব্যে মোহাম্মদ আবু সাঈদ বলেন, 'অবয়ব ভাষাবিজ্ঞান' ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়নের একটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র; কম্পিউটার ডেটাবেইজে রক্ষিত লিঙ্গুয়িস্টিক ডেটার সঞ্চয়ন। এর মাধ্যমে গবেষণাকর্ম ও শিক্ষাদান সম্পাদিত হয়। লিঙ্গুয়িস্টিক রিসার্চ ছাড়াও লেক্সিকোগ্রাফি, ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, স্পিচ প্রসেসিং ইত্যাদিতে এসবের প্রয়োগ রয়েছে।

প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী বলেন যে, ভাষিক অধ্যয়নের একটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র হলো অবয়ব ভাষাবিজ্ঞান (corpus linguistics)। প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য, বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষাচর্চা ও বিশ্লেষণের প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে অবয়ব ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা নিরূপণ করা। বাংলা ভাষার উপভাষাসমূহের আধুনিক ডেটাবেজ তৈরির কোনো উদ্যোগ এখনো গৃহীত হয়নি। এক্ষেত্রে, অবয়ব ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক উপভাষা সংগ্রহের রূপরেখা ঔপভাষিক ডেটাবেজ তৈরিতে কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। একইসঙ্গে, বাংলা উপভাষা-অবয়বগুচ্ছ (dialect corpora) নির্মাণ করা গেলে তা বিদ্যমান বিভিন্ন উপভাষার প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য শনাক্তকরণে ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। প্রতিনিধিত্বশীল ও কম্পিউটারে প্রক্রিয়াজাত বিশাল ঔপভাষিক উপাত্ত সংগ্রহের তাৎপর্য নির্ণয় বর্তমান প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়। উল্লেখ্য, প্রবন্ধে বাংলা উপভাষাচর্চার প্রচলিত পন্থা ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপন করা হয়েছে। ঔপভাষিক উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য তথ্যদাতা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকেন নগর-অভিজ্ঞতাশূন্য গ্রামীণ ও প্রৌঢ় জনগোষ্ঠী। অপরদিকে, উপভাষার ভাষা-অবয়ব প্রস্তুতিতে সংশ্লিষ্ট উপভাষা ব্যবহারকারী শ্রেণি-পেশা-শিক্ষাগত যোগ্যতা-লিঙ্গ ও বয়সের তথ্যদাতাগণ গুরুত্ব বহন করেন। উপভাষার অবয়ব তৈরিতে বিভিন্ন সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক চলক ভূমিকা পালন করলেও সংগৃহীত ভাষিক উপাত্ত সংশ্লিষ্ট উপভাষার ব্যবহারগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব

অবয়ব ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা উপভাষাচর্চা শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের একাংশ

পেয়ে থাকে। একইসঙ্গে প্রচলিত বিভিন্ন উপভাষাভিত্তিক গবেষণায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব। কিন্তু অবয়ব ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক উপভাষা বিশ্লেষণে কেবল ধ্বনিতত্ত্ব ও অভিধাগত উপকরণই বিবেচ্য বিষয় (lexical item) নয়; বরং সংশ্লিষ্ট উপভাষার ধ্বনি ও অভিধাপুঞ্জের সহবিন্যাস (collocation), প্রেক্ষাপটনিয়ন্ত্রিত মুখ্য শব্দসমষ্টি (keywords in context), এক অভিধাগত উপকরণের সঙ্গে অন্যটির সহসম্পর্ক (correlation), সুনির্দিষ্ট ট্যাগসেট অনুসরণ করে এগুলির বাক্যিক ও বাগর্থতাত্ত্বিক প্রয়োগ, বাক্যিক স্তরে টীকাভাষ্য (annotation) তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট উপভাষায় ব্যবহৃত ডিসকোর্সগত স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণে স্থান পেতে পারে।

প্রবন্ধের আলোচক মনজুরুল আলম বলেন, বাংলা উপভাষার সংকলন আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। উপভাষা জানা না থাকায় দুটি ঔপভাষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটতে পারে। ভাষার বৈচিত্র্য তৈরির জন্য Corpus প্রয়োজন। এ বিষয়ে সমন্বিত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ও বাংলা একাডেমির সমন্বয়ে এ কর্ম সম্পাদিত হতে পারে।

ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক বলেন যে, ইনস্টিটিউটের কাজ মাতৃভাষার প্রমিতায়ন, বিকাশ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন। ইতোমধ্যে নৃ-ভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। সমীক্ষায় বাংলা ছাড়াও বাংলাদেশে ৪০টি ভাষা রয়েছে। ভাষা বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবতার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে এবং তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কর্পাসভিত্তিক উপভাষাচর্চার কার্যক্রম গতিশীল করতে হবে।

ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪.৩০ টা পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শকের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। এখন পর্যন্ত বিনা ফি-তেই যে-কোনো দর্শনার্থী এ জাদুঘর পরিদর্শন করতে পারেন। ১লা জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৩৭ জন ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইয়ে লিখিত মন্তব্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিচে উপস্থাপন করা হলো:

➢ ০৫ জানুয়ারি ২০২১: সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা থেকে মোঃ আসিফুল হুসাইন জীম প্রথমবারের মতো ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'এখানে এসে খুবই ভালো লাগলো। অনেক কিছু জানতে পেরে ভালো লাগলো।'

➢ ২৭ জানুয়ারি ২০২১: নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা থেকে আগত মো: মাহাবুবুল আলম প্রথমবারের মতো ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করে সত্যি আমি আনন্দিত। বাঙালি হিসেবে আমি গর্বিত।'

➢ ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১: নেত্রকোণা থেকে আসাদ রিয়েল, দ্বিতীয় বারের মতো ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'এই জাদুঘরে আমি আগেও এসেছি। এত বিচিত্র সব ভাষা রয়েছে পৃথিবীতে এখানে না আসলে উপলব্ধি করা যায় না। বেঁচে থাক পৃথিবীর সব মাতৃভাষা।'

➢ ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১: চরবসু, কমল নগর, লক্ষীপুর থেকে মোঃ শাহাদাত হোসেন প্রথমবারের মতো ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'এখানে এসে অনেক ভালো লাগলো। বিভিন্ন ভাষার নিদর্শন দেখে বিশেষ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের বিশাল চিত্র দেখে। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।'

➢ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১: দ্যা রিপোর্ট নিউজ থেকে শাহিদা খান প্রথমবারের মতো ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'প্রথমবারের মত এখানে আসা আমার। কিন্তু এই জায়গার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সাজানো গোছানো অবস্থা দেখে আমি মুগ্ধ, প্রচুর তথ্য রয়েছে যা প্রত্যেকটি মানুষের জন্য কার্যকরী। ভালো লাগলো, আশা করি আবার আসবো।'

➢ ১৫ জুন ২০২১: ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে কামরুল হাসান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অসামান্য আয়োজন। ভাষা নিয়ে এত সুন্দর পরিকল্পনা হতে পারে ভাষা-জাদুঘর দেখে তা বুঝলাম। পৃথিবীর ১৪০ দেশের ভাষা নিয়ে যে তথ্যবহুল প্ল্যাকার্ডগুলো আছে তা যেন এক এনসাইক্লোপিডিয়া। মুগ্ধ হলাম। ফের আসবো।'

দর্শনার্থীদের ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শনের একাংশ

প্রকাশনা

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে *মাতৃভাষা পত্রিকা* (বঙ্গবন্ধু সংখ্যা) প্রকাশ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক *মাতৃভাষা পত্রিকা* (বঙ্গবন্ধু সংখ্যা) বর্ষ ৬, সংখ্যা ১-২, মাঘ ১৪২৬ - পৌষ ১৪২৭, ডিসেম্বর ২০২০ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী, ভাষা গবেষক, লেখক ও কবিগণের লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতা এতে স্থান পেয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদসহ সেসব ভাষার লিখন-বিধিতে প্রকাশ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা – চাকমা, মারমা, গারো, সাদরি ও ককবরক ভাষায় অনুবাদসহ সেসব ভাষার লিখন-বিধিতে ১৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বুকলেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। চাকমা ভাষায় ঐতিহাসিক ভাষণটির অনুবাদ করেছেন সুগত চাকমা এবং যথার্থায়নে ছিলেন শুভ্র জ্যোতি চাকমা, মৃত্তিকা চাকমা ও পুলক বরণ চাকমা। মারমা ভাষায় ঐতিহাসিক ভাষণটির অনুবাদ করেছেন মং চিং ফ্রু। সমন্বয়ক ছিলেন মং নু চিং এবং যথার্থায়নে ছিলেন মং ক্য শোয়ে নু নেঙী ও নু থোয়াই মারমা। গারো ভাষায় ঐতিহাসিক ভাষণটির অনুবাদ করেছেন আলবার্ট মানখিন এবং যথার্থায়নে ছিলেন বাঁধন আরেং ও বাসর দাংগ। সাদরি ভাষায় ঐতিহাসিক ভাষণটির অনুবাদ করেছেন যোগেন্দ্র নাথ সরকার এবং যথার্থায়নে ছিলেন অজিত কুমার সরদার ও বঙ্গপাল সরদার। ককবরক ভাষায় ঐতিহাসিক ভাষণটির অনুবাদ করেছেন মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা এবং যথার্থায়নে ছিলেন জগদীশ রোয়াজা ও ফাল্গুনী ত্রিপুরা। উল্লেখ্য, বুকলেটটিতে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের বাংলা অনুলিখন ও ইংরেজি অনুবাদ সন্নিবেশিত হয়েছে।

ব্রেইল প্রকাশনা

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবনী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাতৃভাষা বিষয়ক ভাষণ ও নির্বাচিত রচনা এবং তাঁর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ব্রেইল লিখন-বিধিতে প্রকাশ করা হয়েছে।

সম্পাদক : অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : প্রফেসর মোঃ শাফীউল মুজ নবীন

যুগ্ম-সম্পাদক : মোহাম্মদ আবু সাঈদ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত ও শহীদ প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত।